দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক পাঠাগার ★ স্থাপিত-২০০৪ খ্রিঃ ★ ছোনাউটা, উপজঃ-কাঠালিয়া, জেলা-ঝালকাঠি

দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।

গ্রামঃ ছোনাউটা, ডাকঘরঃ আমুয়া, উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি।

২০/০৫/২০২২ তারিখের সাধারণ সভায় অনুমোদিত

(স্থাপিতঃ ২০০৪ খ্রিঃ)

গঠনতন্ত্র

ধারা-০১। **ভূমিকা ঃ** ১,৪৭,০০০ বর্গকিলোমিটারের এ দেশটি দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পার হয়ে এখনও স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসতে পারে নাই। কারণ বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি এবং দিন দিন জনসংখ্যার হার বেড়েই চলছে। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার হার অত্যন্ত বেশি। এ অবস্থায় প্রত্যেক দেশ প্রেমিক সচেতন ব্যক্তিদের নৈতিক দায়িত্ব সামাজিক অবক্ষয়ের করাল গ্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করা।

সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি ও দুরবস্থার কথা চিন্তা করে ঝালকাঠি জেলাধীন কাঠালিয়া উপজেলার ছোনাউটা গ্রামের কিছু সংখ্যক সুশিক্ষিত, মেধাবী, কর্মঠ, স্বনামধন্য স্বেচ্ছাসেবী দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী নামে এ সংস্থাটিকে প্রতিষ্ঠা করে। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলোর বিকাশ ঘটানো। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে সুদৃঢ় রেখে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নিশ্চিত করাসহ সমাজের সার্বিক উন্নতি সাধনে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠণ করা।

এই গঠনতন্ত্র দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী এর সকল সদস্যদের পবিত্র আমানত। যা অত্র সংগঠনের ভিত্তি। কোন সাধারণ সদস্য, নির্বাহী সদস্য অথবা এবং নির্বাহী পরিষদ এই গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারবেন না। সংগঠন পরিচালনায় কোন জটিলতা দেখা দিলে এ গঠনতন্ত্রের বর্ণিত ধারা, উপ-ধারা ও অনুচ্ছেদ মোতাবেক সমাধান করতে হবে।

ধারা-০২। **(ক) সংগঠনের নাম ও পরিচিতি ঃ** সংস্থাটি দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী নামে পরিচিত হবে।

(খ) সাইন বোর্ড ঃ সংগঠনের সাইন বোর্ডে দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী

ধারা-০৩। **সংগঠনের ঠিকানা (স্থায়ী) ঃ** গ্রামঃ ছোনাউটা, ডাকঘরঃ আমুয়া, পোষ্ট কোড- ৮৪৩১
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি।

ধারা-০৪। **সংগঠনের আওতাভুক্ত কার্যএলাকা ঃ** কাঠালিয়া উপজেলা ব্যাপী।

ধারা-০৫। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ঃ

ক) প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ঃ

দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী এর লক্ষ্য হলো পাঠাগার এর মাধ্যমে দেশিয় সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার ঘটানো। বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী, গবেষণা ভিত্তিক আদর্শিক বই এর ব্যাপক সংগ্রহ এবং এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষিত ব্যক্তিদের বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞানের আলো এলাকার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়া। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম চালুকরা।

সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি
২০/০৫/২০২২

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী
২০/০৫/২০২২

খ) উদ্দেশ্যে ঃ

জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের মাঝে দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠণ করাই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য।

গ) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কর্মসূচি ঃ

১. পাঠাগারটি সজনশীল জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হবে।

২. পল্লী এলাকায় সহজে দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা অধ্যয়নের সুযোগ তৈরী করা হবে। কার্যএলাকার নাগরিকদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশপ্রেমের চেতনা সৃষ্টি করা, দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করা, বিশ্বের সমকালীণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সকল ধর্মীয় বিষয় জ্ঞান আহরণের জন্য এই সংস্থা সমকালীণ খবরের কাগজকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তা পাঠদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞানের কলেবর বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকবে।

এলাকার নারী পুরুষ সমন্বিত ভাবে বিভিন্ন দূর্লভ পুস্তকাদি পাঠের সুযোগ পাবে।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. সমাজ সংস্কারে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করবে।

৬. এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠাভ্যাস এর উন্নয়ন করা হবে।

৭. স্থানীয় মহিলাদের জন্য শিক্ষণীয় বিভিন্ন ধরণের বইয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৮. প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন সময়ে পাঠাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা এবং চাকুরিজীবিদের পাঠাভ্যাসে উন্নয়ন ঘটানো হবে।

৯. পাঠাগার স্থাপনে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়ে আলোকিত মানুষ সৃষ্টি করে মানবিক দায়িত্ববোধ এর বিকাশ ঘটানো।

১০. সর্বপরি পাঠাগারটি একটি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালনা করা হবে। এছাড়াও সংগঠনটি

১১. ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সর্বপরি জ্ঞান আহরণের পরিসরে উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকল মতাদর্শ ও গবেষকদের প্রতিভা লালনে নিয়োজিত থাকবে।

১২. জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্ট করা, যৌতুকের অভিশাপ হইতে মুক্তি, নারী ও শিশু পাচার রোধে কাজ করা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করা, সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া মুক্ত বুদ্ধির চেতনায় কাজ করা এবং সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে চেতনা, প্রতিরোধ সৃষ্টি করা।

১৩. পল্লীর প্রত্যন্ত এলাকায় লুকিয়ে থাকা "পল্লী সাহিত্য" আহরণ, সংরক্ষণ ও জনসম্মুখে উন্মোচন করা।

১৪. সংস্থার সদস্যদের লেখা আহবান করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে প্রকাশ করে জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা করা।

১৫ কার্যএলাকায় বিত্তশালী, দানশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সরকারি/বেসরকারি উৎস হতে দান অনুদান সংগ্রহ করে বই ক্রয় করা এবং প্রতিনিয়ত গ্রন্থাগার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

১৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রচার করা।

ধারা-০৬। সদস্যপদ ঃ

(ক) সদস্য হবার যোগ্যতা ঃ এই সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী কার্য এলাকার যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ/নারী এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন। সদস্য পদ লাভের জন্য সংস্থার সভাপতির নিকট আবেদন করতে হবে। সদস্যগণকে অবশ্যই বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে।

সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠী

(খ) সদস্যদের শ্রেণীবিভাগ ঃ

১. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ যে ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হবেন অত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠিতা সদস্য।

২. আজীবন সদস্য ঃ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অত্র সংগঠনটির প্রতিষ্ঠালগ্নে আগ্রহী হয়ে স্বেচ্ছায় জমি/সমপরিমাণ অর্থ দান করছে বা ভবিষ্যতে যদি এ ধরণের কেউ অত্র সংগঠনে স্বেচ্ছায় জমি/সমপরিমাণ অর্থ দান করে সে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হবেন অত্র সংগঠনের আজীবন সদস্য।

৩. দাতা সদস্য ঃ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অত্র সংগঠনের উন্নয়ন কাজে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হতে তদুর্ধ অর্থ দান অথবা সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্যাদি দান করবেন সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হবেন এই সংগঠনের দাতা সদস্য।

৪. পাঠক সদস্য ঃ যারা বাংলা লেখা ও পড়া জানেন এমন ব্যক্তিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের পাঠক সদস্য হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে পাঠক সদস্য হতে হলে প্রত্যেককে ভর্তি ফি বাবদ ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা জমা দিতে হবে এবং মাসিক ৫.০০ (পাঁচ) টাকা হারে এক বছরের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করতে হবে। এছাড়া এককালীন ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা জমা দিয়ে একজন পাঠক সদস্য হতে পারবেন। আজীবন পাঠক সদস্য ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা

(গ) সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী ঃ ধারা নং ৬ (৬) তে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এই সংস্থার কোষাধক্ষের নিকট হতে একখানা ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ করে যথাযথ ভাবে পূরণ পূর্বক নির্বাহী পরিষদের ১ (এক) জন সদস্যের সুপারিশসহ ফরমখানা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন।

(ঘ) বিভিন্ন পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও সুবিধা।

১. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ এই প্রকার সদস্যগণ সংগঠনের পরিচালনার ব্যাপারে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিপুল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনসহ সংগঠনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। এদের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দিতা করবে পারবেন।

২. আজীবন সদস্য ঃ এই প্রকার সদস্যগণ নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন।. এদের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন।

৩. দাতা সদস্য ঃ দাতা সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে এবং সংগঠনের যে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং নিঃস্বার্থভাবে সংস্থার কল্যাণের জন্য যে কোন কল্যাণমুলক ও ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। তাঁহাদের বাৎসরিক কোন চাঁদা প্রদান করতে হবে না। দাতা সদস্য সংগঠনের কাঠামো সম্পন্নকরণের জন্য আবশ্যক। সংগঠনের কাঠামো পূরণের জন্য দাতা সদস্যকে থাকিতে হবে। দাতা সদস্য সংগঠনে না থাকলে সংগঠনের কাঠামো অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। দাতা সদস্য অর্থাৎ জমি দাতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ যেমন সন্তান, ভাই-বোন, বা তাদের সন্তানগণ এবং তৎপরবর্তী ওয়ারিশগণ সংগঠনের কার্য নির্বাহী পরিষদে যোগ্যতা অনুসারে সদস্যপদ লাভ করিবেন।

ঋষিকেশ চন্দ
সাধারণ সম্পাদক
দূর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দূর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠী

প্রসন্ন পাবলিক ... স্থাপিত-২০০৪ খ্রিঃ ... কাঠালিয়া, জেলা-ঝালকাঠি

৫। পাঠক সদস্য ঃ কোন পাঠক বই পড়াকালিন সময়ে কোন বই নষ্ট করলে বা কোন বইয়ের পাতা ছিড়ে ফেললে ঐ বইয়ের দিগুণ মূল্য জরিমানা হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। কোন পাঠক বইয়ের কোন পৃষ্ঠা ছেড়া অবস্থায় পেলে তাৎক্ষণিক ভাবে তা লাইব্রেরিয়ান অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করবেন।

ধারা-০৬। **সদস্য পদ সাময়িক ভাবে স্থগিত ও বাতিল করণ ঃ যেমন-**

(ক) পদত্যাগ ঃ কোন সদস্যপদ ত্যাগ/প্রত্যাহার করতে চাহিলে সভাপতির নিকট পদত্যাগপত্র জমা দিবেন। পরিষদের সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে পদত্যাগপত্র সহ-সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন। পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের সভায় দুই তৃতীয়াংশের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা/সদস্য একযোগে পদত্যাগ করিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এই ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদকে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) কোন সদস্য সংস্থার লক্ষ্য ও আদর্শের পরিপন্থী কাজ করলে বা সংস্থার এক বা একাধিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে বা সুনাম ক্ষুন্ন হয় এমন কাজ করলে এবং প্রমাণিত হলে নির্বাহী পরিষদ তার সদস্যপদ সাময়িক ভাবে বাতিল করতে পারবেন। ঐ জাতীয় অপ্রীতিকর ঘটনা ক্রমাগত হতে থাকলে এবং তাহা প্রমাণিত হলে নির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে সদস্যপদ সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করা হবে।

(গ) নিম্নোক্ত কারণে নির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশের (২/৩) সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যপদ বাতিল করতে পারবেন।

১. কোন সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সদস্যপদ বাতিল করা যাবে।
২. কোন সদস্য যথার্থ কারণ না দেখিয়ে ক্রমান্বয়ে পরপর ৩ (তিন) টি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় (নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও) অনুপস্থিত থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ বাতিল হবে ।
৩. কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।
৪. কোন সদস্য পাগল, দেউলিয়া অথবা মৃত্যুবরণ করিলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে পরিগণিত হবে।
৫. কোন সদস্যের কার্যকলাপ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানিকর বিবেচিত ও প্রমাণিত হলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তার সদস্যপদ বাতিল/সাময়িক স্থগিত করা যাবে।
৬. কোন সদস্য সরকারী আইনে দোষ প্রমাণে শাস্তি প্রাপ্ত হলে।
৭. কোন সদস্য সংস্থার চাকুরী গ্রহণ করলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

(ঘ) **সাময়িক বরখাস্তকৃত অথবা বাতিলকৃত সদস্যদের কোন সদস্য পদ প্রদানের বা নবায়নের পদ্ধতি ঃ** চাঁদা অনাদায়ে সদস্য পদ বাতিল হলে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ পূর্বক সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র গৃহীত হলে নতুন ভাবে ভর্তি ফি ও বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। অন্যান্য কারণে সদস্য পদ বাতিল হয়ে গেলে, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুণঃ সদস্য পদ লাভের জন্য সু-স্পষ্ট কারণ উল্লেখ পূর্বক সভাপতির নিকট আবেদন করতে পারবেন। নির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে গঠনতন্ত্র অনুসারে পুণঃ সদস্য পদ লাভের জন্য অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পুণঃ ভর্তি ফি বা বকেয়া চাঁদা দিতে হবে। তবে ৭ ধারার উপ-ধারা (৪) এর বেলায় তা প্রযোজ্য হবে না। কোন বাতিলকৃত সদস্য পদ পুনর্বহাল বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে।

২১/৩/২০২২

হৃষিকেশ ...
সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউড়া।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

০৯/০৩/২০২২

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউড়া
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠী

ধারা-০৯। সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(ক) **প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/পরিষদ সমূহের নাম, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ** এই সংস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ২ (দুই) টি পরিষদ থাকবে। (১) কার্যনির্বাহী পরিষদ, (২) উপদেষ্টা পরিষদ।

১. কমিটির বিরূদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন ও অনুমোদন।
২. গঠনতন্ত্রের প্রাথমিক অনুমোদন ও সংশোধনী অনুমোদন।
৩. কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠণের নিমিত্ত নির্বাচনের ব্যবস্থাকরণ। নির্বাচনের নিমিত্ত প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন গঠন।
৪. কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও ভোট প্রদান করা।
৫. সকল প্রকার সাধারণ সভায় যোগদান ও সংস্থার উন্নয়ন মূলক কাজ করা।
৬. তলবী সভা আহবান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
৭. সংস্থার বিলুপ্তি সাধন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।

[বিঃদ্রঃ কোন প্রকারের জটিলতার সম্মুখীন হলে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগ হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান পূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। নির্বাহী পরিষদের ভিতরে যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহলেও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে অস্থায়ী পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে পারবেন]

(২) **কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের ভোটে/ সমর্থনে তাদের মধ্য হতে সংস্থার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদকালের জন্য একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত/মনোনীত হবে।

☑ **কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মপরিধি ঃ**

(ক) প্রতি তিনবৎসর অন্তর কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ শেষে নতুন কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা।

ঋষিকেশ চন্দ্র
সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠী

সন্ন পাবলিক ... স্থাপিত-২০০৪ ... লিয়া, জেলা- ...

(ঙ) **উপদেষ্টা পরিষদ ঃ** সংস্থার নির্বাহী পরিষদ তিন বৎসর মেয়াদের জন্য দেশের স্বনামধন্য যে কোন ব্যক্তির মধ্য থেকে ১ (এক) জন প্রধান উপদেষ্টা ও ২ (দুই) জন উপদেষ্টা নির্বাচন করতে পারবেন। উপদেষ্টা সদস্যদের কোন চাঁদা প্রদান করতে হবে না। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। তাঁরা সংস্থার উন্নয়নে সার্বিক পরামর্শ প্রদান করবেন এবং সংস্থার পরিচিতি বাড়াইতে বা সংস্থা সক্রিয় করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সহযোগিতা করবেন।

(খ) **কার্যকরী পরিষদ সদস্য সংখ্যা, মেয়াদ, পদবী ও পদ ভিত্তিক দায়িত্ব ঃ**

(১) অত্র সংস্থা পরিচালনার জন্য ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ২১ (একুশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদের পদের নাম ও সংখ্যা ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
০১।	সভাপতি	১ (এক) জন
০২।	সহ-সভাপতি	১ (এক) জন
০৩।	সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
০৪।	যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
০৫।	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
০৬।	কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন
০৭।	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ (এক) জন
০৮।	দপ্তর সম্পাদক	১ (এক) জন
০৯।	প্রচার সম্পাদক	১ (এক) জন
১০।	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ (এক) জন
১১।	পত্রিকা বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
১২।	ক্রীড়া সম্পাদক	১ (এক) জন
১৩।	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ (এক) জন
১৪।	নির্বাহী সদস্য	৮ (আট) জন
	সর্বমোট =	২১ (একুশ) জন

(৩) **কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ ভিত্তিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ**

☑ **সভাপতি ঃ** তিনি সংস্থার সাংবিধানিক প্রধান ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন। প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের তথা কার্যনির্বাহী পরিষদকে পরিচালনার প্রধান ভূমিকা পালন করবেন। তিনি সকল প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করবেন। গঠনতন্ত্রের কোন বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তিনি উহার ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। তবে এ ব্যাখ্যার ব্যাপারে দ্বিমত দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে তালিকা ভুক্তি করন কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য প্রেরণ করবেন এবং এ ব্যাপারে তালিকা ভুক্তি করন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। কোন বিষয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমান ভোট পড়িলে তিনি একটি কাষ্টিং ভোট প্রদান করা উহার মীমাংসা করবেন। সভা চলাকালে তিনি রুলিং প্রদান করতে পারবেন। তিনি সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন। তবে যদি কোন সময় দেখা

ঋষিকেশ চন্দ্র
সাধারণ সম্পাদক
দূর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দূর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

যায় যে, কোরামপূর্ণ সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও সভাপতি কোন অসুবিধা বশতঃ সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করতে অপারগ হন সেক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাক্ষর গ্রহণ করে সভার কার্যবিবরণী চুড়ান্ত করতে হবে। বিশেষ বিশেষ কারণে সভা সমূহ বাতিল বা মূলতবী ঘোষণা করতে পারবেন। সভা মূলতবী ঘোষণা করলে এ সভা কবে কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা ঘোষণা করতে হবে। কোন সভা পনের দিনের অধিক মূলতবী ঘোষণা করা যাবে না।

☑ **সহ-সভাপতি ঃ** সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সকল প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদন প্রদান করবেন। সভাপতির দেয়া দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন। কিন্তু সভাপতির লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন না।

☑ **সাধারণ সম্পাদক ঃ** তিনি সংস্থার প্রধান নির্বাহী হিসাবে সংগঠনের পক্ষে বিভাগীয় সম্পাদকগণের সহযোগিতায় গঠনতন্ত্র মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে সকল সদস্যবৃন্দের সাথে যোগাযোগ, সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল প্রকারের সভা আহবান করা নোটিশ প্রদান ও সভার আয়োজন, সকল প্রকার সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন, সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ ও প্রতিষ্ঠানের ভিতর ও বাইরের বিভিন্নমূখী কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করবেন। তিনি সংস্থার পক্ষে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল প্রকার দান-অনুদান, ঋণ গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয় ও সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা চুক্তিপত্রাদি সম্পাদন এবং নতুন নতুন প্রকল্প দাখিল করবেন। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন ও উপস্থাপন (বার্ষিক রিপোর্ট নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভায় পেশ), আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রণ ও বার্ষিক হিসাব উপযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষাকরণের ব্যবস্থাকরণসহ সংগঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রম পরিচালনার সকল দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্বোচ্চ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা ক্যাশ হাতে রাখিতে পারবেন। যাবতীয় টাকা পয়সা সংস্থার নামে সাধারণ সম্পাদক সংগ্রহ করবেন এবং তাহা সংস্থার নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে জমা দিবেন। সংস্থার যাবতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে। সংস্থার নথিপত্র, রেজিষ্টার ও গোপনীয় তথ্যসহ সকল প্রকার কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সভাপতির সাথে আলোচনা করা বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মচারী নিয়োগপত্র জারী করবেন। নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা/বোনাস নির্ধারণসহ ছুটি মঞ্জুর করবেন। তিনি পদাধিকারবলে সকল উপ-কমিটির সদস্য সচিব হবেন। সংস্থার পক্ষে আইনগত বিরোধের ক্ষেত্রে মোকদ্দমা দায়ের ও আইনজীবি নিয়োগ করতে পারবেন। সংস্থার স্বার্থে প্রয়োজন বোধে পদ সৃষ্টি ও সৃষ্টিকৃত পদে নিয়োগদান এবং বেতন নির্ধারণ করতে পারবেন। নিয়োগকৃত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অসদাচরণ, অসদুপায় অবলম্বন ও সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হলে প্রয়োজনে তাকে অপসারণ করতে পারবেন। তিনি সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সভাপতির সহিত আলোচনা করবেন।

☑ **যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ঃ** তিনি সাধারণ সম্পাদককে সকল কাজে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল কার্য সম্পাদন করবেন এবং সভাপতির দেয়া দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

☑ **সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ** তিনি সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদককে সকল কাজে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতে সকল দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল কার্য সম্পাদন করবেন এবং সভাপতির দেয়া দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

☑ **কোষাধ্যক্ষ ঃ** তিনি সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ক্যাশ বহি রক্ষণাবেক্ষণ, বাজেট তৈরী এবং অডিটসহ সকল আর্থিক কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা প্রদান করবেন। সস্থার যাবতীয় হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করবেন। যাবতীয় অর্থ আদায়ের পর সংস্থার নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করবেন। সম্পাদকের অনুমোদনের পর অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী খরচের বিল পরিশোধ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা বিল পরিশোধ করবেন। সকল প্রকার খরচের বিল ভাউচার সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি জরুরী প্রয়োজন মিটাবার জন্য ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা পর্যন্ত হাতে রাখতে এবং খরচ করতে পারবেন। যা পরবর্তী সভায় (খরচের) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

হৃষিকেশ চন্দ
সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, হোলাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, হোলাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠী

☑ **সাংগঠনিক সম্পাদক** ঃ সংস্থার শাখা গঠন, সদস্য বৃদ্ধিকরণসহ যাবতীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। ইহা ছাড়া নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক যে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তিনি তা পালন করবেন।

☑ **অন্যান্য সম্পাদক বৃন্দ** ঃ গঠনতন্ত্রের আলোকে তাদের উপর অর্পিত নিজ নিজ পদের নামের মর্ম অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করবেন। সংস্থার যাবতীয় ব্যাপারে পরামর্শ দান, সমস্যা নিরসন, অগ্রগতি পর্যালোচনা, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের কার্য পরিচালনায় সহযোগিতা করা। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় দায়িত্ব পালন করা অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

☑ **কার্যনির্বাহী সদস্য** ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের মূল উপাদান ও চালিকা শক্তি হিসেবে নির্বাহী সদস্য/সদস্যাবৃন্দ ভূমিকা পালন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজনে নির্বাহী সদস্য/সদস্যাগণ বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তাদের উপর অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতি ও সম্পাদকের নির্দেশ ক্রমে সংস্থার যে কোন বৈধ দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১০। (ক) নির্বাচন ও নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

১. **উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ও নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** প্রতি তিন বছরের শেষান্তে অর্থাৎ নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের পরপর নব নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যদের মনোনীত করবেন। নব নির্বাচিত পরিষদ যদি মনে করেন যে, পূর্বের মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদ সংগঠনের জন্য যথেষ্ট তাহলে নতুন পরিষদ গঠনের কোন প্রয়োজন হবে না। তবে, উক্ত পরিষদ বলবৎ রাখিবার জন্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পত্র জারী করা সংশ্লিষ্টদের অবহিত করবেন। অন্যথায় উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদকাল প্রতি তিন বৎসর পর তামাদি হয়ে যাবে।

২. **কার্যকরী পরিষদ গঠন ও নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** প্রতি তিন বৎসর অন্তর ইহার কার্যকরী পরিষদ গঠণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে একটি সাধারণ সভা আহবান করে যে সকল ব্যক্তিবর্গ নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে কোন দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন অভিলাষ নেই, কেবলমাত্র এ ধরণের নিরপেক্ষ ব্যক্তি, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজকর্মীদের মধ্য হতে ৩ (তিন) জন ব্যক্তির সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। তম্মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার থাকবেন। নির্বাচন কমিশন সদস্যবৃন্দের ভোটাধিকার থাকবে না।

(ক) নির্বাচন কমিশন ১ মাসের নোটিশে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন।

(খ) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কেউ সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন না।

(গ) নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সংগঠনের বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবে এবং প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের সহায়তায়ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

(ঘ) নির্বাচনের গোপনীয়তা রক্ষার্থে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে। তবে সাধারণ পরিষদ সভায় হস্ত উত্তোলন/প্রস্তাব সমর্থনের মাধ্যমেও নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যাবে।

হৃষিকেশ চন্দ্র
সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠী

দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক ... স্থাপিত-২০০৪ ... উপজেলা-কাঠালিয়া, জেলা-ঝালকাঠি

(চ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদে দুই বা ততধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পাইলে নির্বাচন কমিশন লটারীর মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করবেন।

(ছ) কোন সদস্য একের অধিক পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

(জ) একজন ভোটার একটি পদের জন্য একটি ভোট প্রদান করবেন।

(ঝ) কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাবে না।

(ঞ) পূর্বেকার নির্বাচিত পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নিকট সমস্ত দায় দায়িত্ব হস্তান্তর করা নিজ নিজ পদ হতে অব্যহতি নিবেন।

(ট) সুষ্ঠ নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নিয়মাবলী ও নির্বাচনের আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন, যা সকল সদস্যকে মেনে চলতে হবে।

(ঠ) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং বিদায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ উক্ত সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিখিত আকারে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর নিকট জমা দিতে হবে। সেই সঙ্গে একটি তলবী সভার জন্যও লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে কমিটিকে আত্মপক্ষ সমর্থন তথা অভিযোগটির ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করতে হবে। অতঃপর অনাস্থা ভোট গ্রহণ করা হবে।কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন ভোট প্রদান করিলে উক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে এবং এর পরপরই উপস্থিত সদস্যবর্গ পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট হস্তান্তর করবেন।

হরিকেশ চন্দ্র
সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠি

দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-২০০৪ খ্রিঃ
ছোনাউটা, উপঃ-কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি

(গ) শূণ্যপদ পূরণ ঃ

☑ অনাস্থা বা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে গেলে এই গঠণতন্ত্রের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (ক)৩ অনুযায়ী ১ মাসের মধ্যে নতুন উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।

☑ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূণ্য হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় (দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে) সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে কো-অপ্টের মাধ্যমে পদ পূরণ করা যাবে। তবে দুই এর অধিক পদ শূণ্য হলে ঐ পদের জন্য পূণরায় উপ-নির্বাচন করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কার্যকর হবে না।

ধারা-১১। সভার নিয়মাবলী ঃ

(ক) বিভিন্ন প্রকার সভা আহবানের নিয়মাবলী ঃ সাধারণ সভা, জরুরী সভা, কার্যকরী পরিষদের সভা ও বিশেষ সভা ইত্যাদি সকল প্রকার সভা আহবানের ক্ষেত্রে সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। নোটিশ বহিতে সভার স্থান, তারিখ, সময় ও আলোচ্য সূচি সমূহ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন প্রকার সভার নোটিশের সময় ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার জন্য ১৫ (পনের) দিন, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার জন্য ৭ (সাত) দিন, উপ-কমিটির সভার জন্য ৩ (তিন) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে। জরুরী সভা যথাক্রমে ৭ (সাত) দিন ও ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহবান করা যাবে। অতি জরুরী সভার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩ (তিন) দিন ও ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহবান করা যাবে।

(গ) বিভিন্ন প্রকার সভার কোরাম ঃ সাধারণ ভাবে কোন সভার কোরামের জন্য ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠ (অর্ধেকের বেশি) উপস্থিতি প্রয়োজন। কোরামের অভাবে সভা মূলতবী থাকবে। পরবর্তীতে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে সংস্থার সংবিধান/গঠনতন্ত্র সংশোধন ও তলবী সভার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ এবং সংস্থার বিলুপ্তি সাধন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের তিন পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

(ঘ) মূলতবী সভা ঃ সভা আরম্ভের ১ (এক) ঘন্টার মধ্যে কোন পরিষদের সভার কোরাম পূর্ণ না হলে সে সভা মূলতবী হবে এবং পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে একই আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হবে। কোন সভা কোরামের অভাবে মূলতবী হলে পরবর্তী সভায় কোরাম পূর্ণ না হলেও সভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে এবং এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বৈধ বলিয়া গণ্য হবে। তবে মূলতবী সভার নোটিশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

হরিকোপাচন্দ্র
সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠি

দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরি ★ স্থাপিত-২০০৪ খ্রিঃ ★ ছোনাউটা, উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

ধারা-১২। **আর্থিক, প্রশাসন ও বার্ষিক ব্যবস্থাপনা ঃ যেমন-**

(ক) আর্থিক বিষয়ঃ সংস্থার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ/স্থানীয় বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার শিরোনামে একটি সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব খুলিতে হবে। সংস্থার যাবতীয় অর্থ উক্ত হিসাবে জমা রাখিতে হবে। ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হিসাব ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ ব্যাংক হিসাব সমূহ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিনজনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। তবে, পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকলে চলবে না।

(গ) তহবিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ এই সংস্থার তহবিল সংগ্রহের উৎস হিসাবে সদস্য ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা, কোন বিশেষ চাঁদা, এককালীন গৃহীত অনুদান, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের লাভ, সরকারি-বেসরকারি সাহায্য, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি থেকে প্রাপ্ত দান/অনুদান, দাতা সংস্থা কর্তৃক দান/অনুদান, বিভিন্ন প্রশিক্ষণও আয়বর্ধক কর্মসূচি হতে উৎপাদিত আয় ও তহবিল গঠনের আইন সংগত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ইহার তহবিল গঠণ করা যাবে। সংস্থার স্বার্থে কর্মসূচি বাস্ত বায়নের জন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও ফার্ম থেকে সহজ শর্তে ঋণ/অনুদান গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু সদস্যদের সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। সংস্থার নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে উহা সংশিষ্ট ব্যাংকের একাউন্টে জমা দিতে হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যে কোন একজন দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হাতে রাখিতে পারবেন। এর বেশি প্রয়োজন হলে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক হতে উত্তোলন করতে হবে। খরচকৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(ঘ) সংস্থার আয়-ব্যয় ও বাজেট সংক্রান্ত ঃ সংস্থার প্রয়োজনে অর্থ খরচের পূর্বে উত্তোলনের জন্য কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং খরচের পরপরই খরচকৃত অর্থ কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় সকল খরচ অনুমোদন এবং বাজেট পাস করাইতে হবে। সংস্থার খরচের খাতসমূহ নিম্নরূপ হবে ঃ

- ☑ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ব্যয় করা যাবে।
- ☑ সংস্থার নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন/ভাতাদি খাতে আয় থেকে ব্যয় করা যাবে।
- ☑ সংস্থার স্বার্থে যে কোন কাজের জন্য সংস্থার যাবতীয় খরচ আয় থেকে করা যাবে।
- ☑ জনহিতকর কাজের জন্য ও অফিস পরিচালনার নিমিত্ত ব্যয় করা যাবে।

ধারা-১৪। **সাধারণ সদস্যদের তলবী সভা আহবান করার ক্ষমতা ঃ**

সংস্থার সর্বমোট সদস্যের তিনের দুই অংশ ($^2/_3$) সদস্য একত্রিত হয়ে নিম্নলিখিত কারণ সমূহের জন্য সাধারণ সদস্যগণ তলবী সভা আহবান করতে পারবেন।

১. সংস্থার নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও কোন্দল দেখা দিলে।
২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘদিন ধরে কোন সভা আহবান না করিলে।
৩. নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের খামখেয়ালী ও একচেটিয়া কার্যকলাপ অথবা সংস্থার সুনাম ক্ষুন্নের প্রচেষ্টা করিলে।
৪. নির্বাহী পরিষদের কার্যকলাপ যদি সংস্থার বিলুপ্তির পথে ধাবিত হয়।

বর্ণিত কারণ সমূহের মধ্যে যে কোন একাধিক কারণ দেখা দিলে অথবা নির্ধারিত সময়ে কোন সভা অনুষ্ঠিত না হয় অথবা সংস্থার জরুরী প্রয়োজনে সভা আহবানের প্রয়োজন হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ ($^2/_3$) সদস্য লিখিতভাবে ১৫

হাবিবুর ০৭/১০/২০২২

হাবিবুর রহমান ফকির
সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠী

০৭/১০/২০২২

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠী

দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক পাঠাগার
স্থাপিত-২০০৪ খ্রিঃ
ছোনাউটা, উপজেলা- কাঠালিয়া, জেলা- ঝালকাঠি

(পনের) দিনের নোটিশে সভা আহ্বানের জন্য সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করবেন। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উল্লেখিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী তলবী সভা আহবানে ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদের উক্ত সদস্যবর্গ সভা আহবান করা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং উক্ত পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর কার্যকর করতে হবে। তবে নোটিশে বর্ণিত আলোচ্যসূচি ব্যতিত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না। সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে তলবী সভার সভাপতি মনোনীত করে সভা পরিচালনা করতে পারবেন।

নোট ঃ সভাপতি ও সম্পাদককে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে সভা আহবানের লিখিত অনুরোধের পর ব্যর্থতায় তলবী সভা গ্রহণযোগ্য হবে।

ধারা-১৫। গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি ঃ

এই গঠণতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারা সংযোজন বা সংশোধন করা যাবে। তবে এই ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে। গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয় এর উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচ্ছেদের প্রস্তাবাবলী প্রথমে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে পেশ করতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন গ্রহণের পর উহা চূড়ান্ত অনুমোদন এর জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে গঠনতন্ত্রের সংশোধন হিসেবে তা কার্যকরী হবে। ইহা ছাড়া গঠণতন্ত্র প্রাথমিক ভাবে ইহার সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হবে।

হৃষিকেশ চন্দ্র
সাধারণ সম্পাদক
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা।
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি

অধ্যক্ষ তপন কুমার দাস
সভাপতি
দুর্গাপ্রসন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ছোনাউটা
উপজেলাঃ কাঠালিয়া জেলাঃ ঝালকাঠী